প্রথম আলো

তারিখ ... 15 AUG 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৮৭ ... কলাম ... ৫ ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির কার্যকারিতা স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়টি ক্যাটাগরিতে ৭৫টি পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির কার্যকারিতা তিন মাসের জন্য স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। গতকাল মঙ্গলবার বিচারপতি মামনুন রহমান ও বিচারপতি মো. আবু জাফর সিদ্দিকীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এক রিট আবেদনের শুনানি নিয়ে এ আদেশ দেন। একই সঙ্গে আদালত ১২ আগস্ট প্রকাশিত ওই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কেন অবৈধ ও বেআইনি ঘোষণা করা হবে না এই মর্মে কারণ দর্শাতে রুল জারি করেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও নিবন্ধককে চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়।

জানা যায়, ১২ আগস্ট দৈনিক *ইত্তেফাক* পত্রিকায় এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। নয় ক্যাটাগরির ৭৫টি পদে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। এটা যুক্ত করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিচ্যুত মশিউর রহমানসহ ছয়জন কর্মকর্তা-কর্মচারী সোমবার রিট আবেদনটি করেন। আদালতে আবেদনকারীর পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী আমিমুল এহসান জুবায়ের। রাষ্ট্রপক্ষে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সরদার মো. রাশেদ জাহাঙ্গীর।

পরে আইনজীবী আমিমুল এহসান জুবায়ের *প্রথম আলোকে* বলেন, গত ২০ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট এক রায়ে বিগত চারদলীয় জোট সরকারের সময় ২০০৪ সালে পাঁচটি দৈনিকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পাওয়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরিচ্যুত করতে বলেছিলেন। ওই সব বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে নিয়োগের সংখ্যা ছিল এক হাজার ২১৩ জন। ২০ ফেব্রুয়ারির রায়ে হাইকোর্ট নয় দফা নির্দেশনা দেন। প্রথম নির্দেশনায় ছিল ওই বিজ্ঞপ্তির আলোকে নিয়োগ পাওয়া সবাইকে চাকরিচ্যুত করতে হবে। তারপর নতুন করে নিয়োগ দেওয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তার মধ্য থেকে ৯৮৮ জনকে চাকরিচ্যুত করে। অন্যরা চাকরিতে বহাল আছেন এবং এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কৌশলী ভূমিকা পালন করেছে। তাই ওই রায় পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করায় রিট আবেদনটি করা হয়।